আমার প্রিয় লেখক: মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আরলিন্দা চৌধুরী

আমি ষ্টেজে দাড়িয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত নই, তবে বই পড়তে ভালবাসি, বই বিষয়ে নানা তথ্য শুনতে ভালবাসি। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা, মাসী-ফুপু সবাই বই উপহার দিয়েছেন। যে বইগুলো পড়তে পড়তে কল্পনার অন্যরকম এক ভুবন ভ্রমণ করতাম। বইয়ের ভুবন কত যে বিচিত্র বলে শেষ করা যায় না। বই আমাদের হাসায় আবার কখনো বা কাঁদায়। কোন কোন বই আমাদের মনের মাঝে এমন বোধ ও অনুভবের চেতনা জাগায় যা আমরা লালন করি অন্তহীন মমতায় ও ভালবাসায়। সেই ছোট্টবেলায় বইমেলা থেকে মা একটি বই কিনে দিয়েছিলেন, বইটির নাম ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ । যে বই আমাকে অদ্ভুত মুগ্ধ করলো। যে বই আমার এতোটাই ভাল লাগলো যে আমার বন্ধুদেরও বইটি পড়ার জন্য উৎসাহিত করলাম। তারপর এই লেখকের আরও বই পড়ার জন্য চেষ্টা করলাম। পড়লাম ‘দীপু নাম্বার টু’। একসময়ে মা-বাবা আমাদের নিয়ে বিদেশে চলে এলেন। দেশের জন্য মন খারাপ হলেই আমার প্রিয় লেখকের বই গুলো পড়ে বড় ভাল লাগতো। তখন ‘আমার বন্ধু রাশেদ’ যেন নতুন কিছু শিখালো। সেই শিক্ষাটা হল ফেলে আসা দেশটার জন্য মমতা, দেশটার জন্য ভালবাসা। রাশেদের কথা মনে পড়ে। মানুষের সুখ দেখতে চেয়ে ছোট্ট রাশেদ এই দেশের জন্যই প্রাণ দিয়েছিল। আমার প্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালের বই এখনও আমাকে সমানভাবে আনন্দ দেয়। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী থেকে শুরু করে ‘দেশের বাইরে দেশ’, ‘সবুজ ভেলভেট’, আরও কত অসংখ্য বই।

জাফর ইকবালের বইয়ের কারিশমাতে পছন্দনীয় পরিবারে আমার বিয়ে হল। বিষয়টা বিচিত্র। আমাদের কালচারে বিয়ে মাত্র দুজন মানুষের মাঝে সম্পর্ক নয়, দু’টি পরিবারের মাঝেও বন্ধুতা ও সহমর্মিতার বাঁধন তৈরি করে। কথাবার্তার প্রথম ধাপে পাত্রের অর্থাৎ আজ যিনি আমার স্বামী তার বড়বোনের সাথে আলাপ হল। সেই আপু আমার কাছে জানতে চেয়েছিল বই পড়তে ভালবাসি কি না, আর কে আমার পছন্দের লেখক। বলেছিলাম মুহম্মদ জাফর ইকবাল। পড়ে শুনেছি আপু বলেছে ‘জাফর ইকবালের বই পছন্দ করে যে মেয়ে সে অন্যরকম মেয়ে’।

বাংলা সাহিত্য সংসদকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই এমন একজন প্রিয় লেখককে মেলবোর্নে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আরও কৃতজ্ঞ আমার কথাটুকু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য।